আখিরাতের ভাবনা

17-April-2023

শবে কদর ১৪৪৪ হিজরির
সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে পানাহারও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন:

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ
حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

www.dawateislami.net

অর্থাৎ নিশ্চয় দোয়া জমিন এবং আসমানের মধ্যখানে আটকে থাকে এবং এর থেকে কোন জিনিসই উপরের দিকে যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র দরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে না। **(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস নং-৪৮৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে দুনিয়া হলো আমলের স্থান এবং আখিরাত হলো প্রতিদানের দিন, এখানে যারা যেমন আমল করবে আখিরাতে তেমনই প্রতিদান সে পাবে, নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান তারাই, যারা দুনিয়ায় অবস্থান করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকে এবং আখিরাতের জন্য নেক আমলের উপহার নিয়ে যায়। আসুন! আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা আখিরাতের ভাবনা সম্পর্কে

www.dawateislami.net

উপদেশ এবং শিক্ষামূলক ঘটনাবলী, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ভাবনাকে জাগ্রতকারী বাণীসমূহ শ্রবণ করি। আসুন! প্রথমেই একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

আখিরাতের ভাবনায় কেউ কান্না করে না

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "উয়ুনুল হিকায়াত" প্রথম খন্ডের ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত ইয়াযীদ বিন ছালত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি আমার এক আবিদ ও যাহিদ বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসরা গেলাম। যখন তাঁর ঘরে পৌঁছলাম দেখলাম যে, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং অধিক রোগের কারণে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থা। সন্তান, স্ত্রী ও মাতাপিতা পাশে দাড়িয়ে কান্না করছিলো এবং সবার চোখে-মুখে হতাশা বিরাজ করছিলো। আমি গিয়ে সালাম করলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এখন কিরূপ অনুভব করছেন? একথা শুনে আমার বন্ধু বলতে লাগলো: এই মূহুর্তে আমার মনে হচ্ছে যেনো আমার দেহের ভেতরে পিঁপড়া আনা-গোনা করছে। তখনই তাঁর পিতা কান্না শুরু করলো তখন আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! আপনি কেন কান্না করছেন? পিতা বললো: হে আমার কলিজার টুকরা! তোমার বিদায়ের দুঃখ আমাকে কান্না করাচ্ছে, তোমার মৃত্যুর পর আমাদের কী অবস্থা হবে? অতঃপর তাঁর মা, স্ত্রী ও সন্তানরাও কান্না করতে লাগলো। আমার বন্ধু তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার দয়ালু আম্মাজান! আপনিই কেন কাঁদছেন? মা উত্তরে বললো: হে আমার নয়নের মণি! আমাকে তোমার বিরহের বেদনাই কাঁদাচ্ছে, আমি তোমাকে ছাড়া কিভাবে থাকবো। তারপর তাঁর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করলো: কোন বিষয়টি

www.dawateislami.net

তোমাকে কাঁদাচ্ছে? সে বললো: হে আমার মাথার মুকুট! আপনাকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা হয়ে যাবে, বিদায়ের কষ্ট আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, আপনাকে ছাড়া আমার কি দশা হবে? তারপর তাঁর কান্নারত সন্তানদের কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার সন্তানেরা! তোমরা কান্না করছো কেন? সন্তানরা বললো: আপনার মৃত্যুর পর আমরা এতিম হয়ে যাবো, আমাদের মাথার উপর থেকে পিতার ছায়া উঠে যাবে, আপনার পর আমাদের কি অবস্থা হবে? আপনার বিদায়ের শোক আমাদেরকে কান্না করাচ্ছে। তাদের সবার কথা শুনে আমার বন্ধুটি বললো: আমাকে বসাও। যখন তাঁকে বসানো হলো তখন পরিবার পরিজনদের উদ্দেশ্যে বললো: তোমরা সবাই দুনিয়ার জন্যই কান্না করছো। তোমাদের মধ্যে সবাই আমার জন্য নয়; বরং আপন আপন সুযোগ-সুবিধা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই কান্না করছো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছো, যে এই কারণেই কান্না করছো যে, মৃত্যুর পর কবরে আমার কী অবস্থা হবে, অচিরেই আমাকে ভয়ানক অন্ধকার সংকীর্ণ কবরে দিয়ে আসা হবে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই কারণে কান্না করছো যে, মৃত্যুর পর আমাকে মুনকির-নকীরের মুখোমুখি হতে হবে? তোমাদের মধ্যে কেউও আমার পরকালিন কষ্টের কারণে কাঁদোনি বরং প্রতেক্যেই নিজের দুনিয়ার জন্যই কাঁদছো, অতঃপর একটি চিৎকার দিলেন এবং সেই সাথে তাঁর ওফাত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনায় এই আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পাশপাশি আমাদেরকেও আখিরাতের চিন্তাভাবনা

www.dawateislami.net

করার কিরূপ সুন্দর মন-মানসিকতা প্রদান করেছেন। আসলেই আমাদের এটা ভাবা উচিৎ যে, দুনিয়াবী নিয়ামত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে তো অনেকে কাঁদে, কেউ কি মন্দ আমলের কারণে জান্নাতের নিয়ামত না পাওয়া এবং দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আযাবের অধিকারী হওয়ার ভয়েও কেঁদেছে? দুনিয়াবী নিয়ামত অর্জনের জন্য তো আমরা অনেক চেষ্টা করি, কখনো কি জান্নাতের নিয়ামত পাওয়ার জন্য নফসের বিরোধিতা করে নেক আমলের জন্যও চেষ্টা করেছি? দুনিয়ায় যদি কেউ আমাদের পরীক্ষা নেয় তবে আমাদের ঘাম ছুটে যায়, উত্তর জানা থাকার পরও ঘাবড়ানোর কারণে উত্তর ভুলে যাই, কখনো কি কবর ও হাশরের পরীক্ষার ভয়েও কেঁপে উঠেছি বা কখনো কি এই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার মানসিকতা তৈরী হয়েছে? মনে রাখবেন! এই দুনিয়া এবং এর সকল নিয়ামত অস্থায়ী। সুতরাং দুনিয়ার এই অস্থায়ী সুযোগ সুবিধা এবং নিয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করার পাশাপাশি এই বিষয়টিও মনে গেঁথে রাখা উচিৎ যে, আখিরাতে এসব নিনয়ামতের হিসাবও দিতে হবে। শুধুমাত্র পানাহার বা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হবে না বরং আমল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আমাদের প্রত্যেক আমলের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং যেকোন কাজ করার পূর্বে কিছক্ষুণের জন্য ভেবে নেয়া আবশ্যক যে, আমি যে কাজ করার ইচ্ছা করছি, এতে আখিরাতের উপকারীতা আছে কি নাই, কেননা অহেতুক কাজ করার কারণে আখিরাতে আমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে।

মনে রাখবেন! কিয়ামতের দিন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে, যা দ্বারা লোকে বিনা দ্বিধায় রাতদিন অসংখ্য গুনাহ করে থাকে। যেমন চোখ লোকেরা এর দ্বারা আল্লাহ পাকের অবাধ্যতামূলক অনেক কাজ

www.dawateislami.net

করে। কুদৃষ্টি দেয়, সিনেমা নাটক দেখে, অশ্লীল দৃশ্য থেকে স্বাদ নেয় ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অনেকের কানও হারাম শুনতে ব্যস্ত থাকে, এভাবে যে, লোকেরা রাতে গান বাজনা, অহেতুক এবং অশ্লীল শ্লোক, গীবত, চুগলী এবং কারো দোষ ত্রুটি শ্রবন করার ন্যায় গুনাহ করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেকের অন্তর মন্দ খেয়াল, বিদ্বেষ ও ক্ষোভ, হিংসা ইত্যাদির ন্যায় বাতেনী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে আখিরাতের হিসাব নিকাশের প্রতি ভীত হয়ে নিজের অঙ্গকে গুনাহ থেকে বাচাঁতে সফল হয়ে যায়, অন্যথায় কিয়ামতের দিন যখন এই অঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তখন আমাদের নিকট এর কোন উত্তর থাকবে না। আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের ১৫তম পারায় সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৬নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়- এসব গুলোর ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমার আলোকে তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে: এর মধ্যে প্রত্যেকটি (অঙ্গ) থেকে তার ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সুতরাং অন্তর থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এর মাধ্যমে কি ভেবেছিলো এবং কি ধারনা রাখা হয়েছিলো আর চোখ এবং কান থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার মাধ্যমে কি দেখেছে এবং কি শুনেছে।

(তাফসীরে করতুবী, ২০/১৩৯)

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুসী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই আয়াত এই বিষয়ে প্রমাণ যে, মানুষের অন্তরের কাজের কারণেও তার পাকড়াও হবে, যেমন কোন গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয়া বা অন্তরের

www.dawateislami.net

বিভিন্ন রোগ যেমন; ক্ষোভ, হিংসা এবং নিজেকে উত্তম মনে করা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, তবে হ্যাঁ! ওলামারা এই বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, অন্তরে কোন গুনাহ সম্পর্কে শুধুমাত্র খেয়াল আসাতে এবং যদি তা করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ না করে তবে পাকড়াও হবে না।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, ১৫/৯৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অন্তরের মন্দ ইচ্ছা বা মন্দ আকীদার জন্য পাকড়াও হবে, তবে হ্যাঁ! যে ভাবনা অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অন্তরে এসে যায়, তা ক্ষমাযোগ্য। তিনি আরো বলেন: এই জাহেরী ও বাতেনী অঙ্গ সম্পর্কে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে যে, তুমি তা দ্বারা নাজায়িয কাজ তো করাওনি? তাই তা দ্বারা জায়িয কাজই করাও, এই প্রশ্নাবলী আল্লাহ পাকের জানার জন্য নয় বরং অপরাধীদের অপরাধ স্বীকার করানোর জন্যই হবে।

(তাফসীরে নূরুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যেকোন বিষয়ে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, আমাদের পরিধান করার জন্য কাপড় থাকে, লেখার জন্য কলম থাকে, থাকার জন্য ঘর থাকে, হাতে বাঁধা ঘড়ি থাকে, দ্রুত গতির বাইক থাকে বা বাতাসে উড়ার জন্য উড়োজাহাজ, সবকিছুরই কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে এবং প্রতিটি জিনিসই তার নিজস্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, একটু ভাবুন তো! যদি বিশ্বভ্রম্মান্ডের প্রতিটি জিনিস নিজের মাঝে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত রাখে তবে কি মানুষকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে? মানুষের জন্ম (Birth) কি বিনা কারণে হয়েছে? নয়! কখনোই নয়! মানুষকে এই

www.dawateislami.net

দুনিয়ায় অযথা সৃষ্টি করা হয়নি, যেমনটি ১৮ পারার সূরা মুমিনুনের ১১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۱۵﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তোমরা কি একথা মনে করছো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে না?

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো! কুরআনে করীমের এই আয়াতে করীমা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে, যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যের নির্দেশনা দিতে গিয়ে ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি জ্বিন ও মানবকে এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

বর্ণনাকৃত আয়াত দ্বারা জানা গেলো! মানুষ এবং জ্বিনকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি বরং তাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের ইবাদত করা।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

দুনিয়ার পরীক্ষা এবং আখিরাতের পরীক্ষা

হে আশিকানে রাসূল! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দুনিয়া আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র, দুনিয়ায় কৃত প্রতিটি আমল আখিরাতের জন্য অনেক গুরুত্ব বহন করে, আখিরাতকে সজ্জিত করতে অনেক প্রয়োজন যে,

www.dawateislami.net

উত্তম আমল করা। নিজের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তবেই আখিরাতকে সজ্জিত করা খুবই সহজ হয়ে যাবে। একটু ভাবুন! মাদরাসা, জামেয়া এবং স্কুল ও কলেজের যখন পরীক্ষা হয় তখন দেখা যায় যে শিক্ষার্থী (Students) পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে থাকে, খাওয়ার কথা মনে থাকে না, পান করার হুঁশ থাকে না, এরূপ প্রতিটি প্রশ্ন যা আসার সামান্য সম্ভাবনাও থাকে, তা বিশেষ ভাবে শিখা হয়, তাদের ব্যাস একটাই ধ্যান থাকে যে, পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে, কেননা তারা জানে যে, সন্তান পরীক্ষায় পাশ হলেই তো ভবিষ্যতে গিয়ে সফল মানুষ হবে, বংশে তার এবং আমাদের নাম উঁচু হবে, অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করবে, ভবিষ্যত সজ্জিত হয়ে যাবে, একটু ভাবুন তো! যদি দুনিয়ার জন্য আমরা এবং আমাদের সন্তান এতই মগ্ন হয়ে যাই, তবে আখিরাতের পরীক্ষার জন্য তো দুনিয়ার পরীক্ষার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করা উচিৎ, ভাবুন! কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষার কথাও ভেবেছি? কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষার প্রস্তুতির চিন্তাও এসেছে? কখনো কি আখিরাতের পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যও আমরা অস্থির হয়েছি? আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে আখিরাতের চিন্তা করার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনন্য নিন্দা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! উদাসিনতা যেমনিভাবে অসংখ্য কষ্ট ও বিপদ ডেকে আনে, তেমনিভাবে এই উদাসিনতার রোগ মানুষকে আখিরাতের ভাবনা থেকেও দূরে করে দেয়, উদাসিনতায়

অতিবাহিত হওয়া জীবন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এই মানসিকতা ছিলো যে, তাঁদের কোন মুহূর্তই উদাসিনতায় অতিবাহিত হতো না বরং প্রতিটি মুহূর্ত নেকী এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মূলক কাজে অতিবাহিত হতো এবং এই মনিষীরা উত্তম জীবন অতিবাহিত করে এবং নেক আমল করেও এই বিষয়ে ভীত থাকতেন যে, তাঁদের এই আমল উদাসিনতায় পর্যবসিত হলো না তো।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একজন বুযুর্গকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে গেলাম, আমি তাঁর চারপাশে তাঁর শাগরিদদের বসে থাকতে দেখলাম, সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাঁদছিলেন, আমি আরয করলাম: ইয়া শায়খ: আপনি কি দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কারণে কাঁদছেন? বললেন: না বরং নামায কাযা হওয়ার কারণে কাঁদছি। আমি বললাম: আপনি ইবাদতকারী ব্যক্তি ছিলেন, অতঃপর নামায কিভাবে কাযা হলো? তিনি বললেন: আমি প্রতিটি সিজদা উদাসিনতার সহিত করেছি এবং প্রতিটি সিজদা থেকে উদাসিনতার সাথে মাথা উঠিয়েছি আর এখন উদাসিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধুমাত্র দাবী করা বেকার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা প্রতিটি মূহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং প্রতিটি মূহূর্ত আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকার পরও নিজের ইবাদতকে কোনরূপ গণ্য করতেন না বরং আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষিতার প্রতি ভীত হয়ে কান্নাকাটি

করতেন, কিন্তু আহ! আমরা উদাসিনদের অবস্থা এমন যে, একে তো নেকীই করি না এবং যদি কোন নেকীর কাজ করেও নিই তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দু'চারজনের সামনে নিজের নেকীর ঘোষনা করবো না স্বস্তি আসে না। আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার পরও সর্বদা এই ভয়ে কম্পমান থাকতেন এবং অশ্রু বিসর্জন করতেন, কিন্তু উদাসিনতায় পর্যবসিত লোকেরা দিনরাত অজস্র গুনাহে লিপ্ত থাকার পরও একটুও ভীত হয়না এবং ভাব এমন দেখায় যে, যেনো তার চেয়ে বেশি নেককার আর কেউই নেই। এরূপ লোকদের উদাসিনতা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য হযরত শফীক বলখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লোক তিনটি বিষয় শুধু মুখে বলে থাকে কিন্তু আমল করে এর বিপরীত:

(১) বলে: আমি আল্লাহ পাকের বান্দা কিন্তু কাজ গোলামের মত নয় বরং স্বাধীনের মতো নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী করে। (২) বলে: আল্লাহই আমাকে রিযিক দেন কিন্তু তার অন্তর দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদ জমা করা ছাড়া শান্তি পায় না আর তা তার স্বীকারোক্তির পরিপূর্ণ বিপরীত। (৩) বলে: অবশেষে আমাকে মরতে হবে কিন্তু কাজকর্ম এমনভাবে করে, যেনো তাকে কখনোই মরতে হবে না। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে আসলেই আমাদের অবস্থা এরূপ হয়ে যাচ্ছে যে, আমরা দুনিয়া উপার্জনের জন্য তো অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু আখিরাতের প্রতি উদাসিন থাকি, দিনরাত সম্পদশালী হওয়ার সোনালী স্বপ্ন তো দেখি, উন্নত গাড়িতে ঘুরা, নতুন নতুন ফ্যাশন করি কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই যে, একদিন আমাদের মরতেও হবে এবং এই হাস্যোজ্জল

www.dawateislami.net

দুনিয়াকে ছেড়ে খালি হাতে এখান থেকে যেতে হবে। আমাদের মধ্যে কারো জানা নেই যে, আমাদের মৃত্যু কখন আসবে? এই রাত আমাদের জীবনের শেষ রাত নয়তো? আমাদের নিকট তো এর গ্যারান্টি নেই যে, একটির পর আরেকটি নিশ্বাস নিতে পারবো কিনা? সম্ভবত যে নিশ্বাস আমরা নিচ্ছি, তা শেষ নিশ্বাস, আরেকটি নিশ্বাস নেয়ার সুযোগই আসবে না। প্রতিদিন আমরা এই সংবাদটা শুনি যে, অমুক ব্যক্তি একেবারে সুস্থ সবল ছিলো, তার তেমন কোন রোগও ছিলো না কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল হলো এবং দেখতে দেখতেই হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে গেলো। আসুন! নিজেকে উদাসিনতা থেকে জাগ্রত করার জন্য দু'টি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে আখিরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যাই।

(১) বন্যায় ডুবে গেলো

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি বন্যা (Flood) কবলিত স্থানে ঘর বানিয়ে রাখলো। যখন তাকে বলা হলো যে, এটা খুবই বিপদজনক স্থান, এখান থেকে সরে যাও। তখন সে বললো: আমি জানি, এই স্থানটি বিপদজনক কিন্তু এর সৌন্দর্য আমাকে আশ্চর্য করেছে। তাকে বলা হলো: সকল উজ্জলতা এবং সৌন্দর্য জীবনের সাথেই সম্পর্কিত, সুতরাং নিজের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করো, নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করো না। সে বললো: আমি এই স্থান কখনোই ছাড়বো না। অতঃপর এক রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় বন্যা এলো, আর এভাবেই বন্যার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করে নিলো। **(উয়ুনুল হিকায়াত, ৪৪৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(২) বিবাহের আশা মাটিতে মিশে গেলো

ফয়সালাবাদের মেডিক্যাল কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র তার বন্ধুর সাথে পিকনিকে গেলো। পিকনিক পয়েন্টে পৌঁছে তার বন্ধু নদীতে সাঁতার কাটতে নেমে গেলো কিন্তু (সে নদীতে) ডুবে যেতে লাগলো। ভবিষ্যতের ডাক্তার তাকে বাঁচানোর জন্য আবেগাপ্লুত হয়ে পানিতে লাফ দিলো কিন্তু সে সাঁতার জানতো না, সুতরাং নিজেও ফেঁসে গেলো। ভাগ্যের কথা যে, তার বন্ধু কোনভাবে আসতে সফল হলো কিন্তু আফসোস! ভবিষ্যতের ডাক্তার বেচারা ডুবে গেলো এবং মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে গেল। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো, মা-বাবার বার্ধক্যের শেষ সম্বল পানির তরঙ্গের মাঝে বিলিন হয়ে গেলো, মাতা-পিতার সোনালী স্বপ্ন বাস্তবায়ন হলো না আর ঐ বেচারা মেধাবী শিক্ষার্থী (Student) M.B.B.S এর ফাইনাল পরীক্ষার ফল হাতে আসার পূর্বেই কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যান, আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করুন এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিন। যদি আমরা আখিরাতের ভাবনার প্রতি উদাসিন থেকে এভাবে দুনিয়ার উজ্জলতায় মত্ত থাকি এবং হঠাৎ কোন ভয়ঙ্কর রোগে বা দূর্ঘটনার শিকার হয়ে যায় অথবা হঠাৎ আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং আমরা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে যায় তবে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না, নিজের মন ও মস্তিষ্ক থেকে এই ধারনা বের করে দিন যে, এখনো তো আমার বয়সই বা কতো হয়েছে, সুস্থ সবল মানুষ আমি, এখনো তো দীর্ঘ

www.dawateislami.net

জীবন পড়ে আছে, বৃদ্ধকালেই নেকী করে নিবো। মনে রাখবেন! মৃত্যু শুধুমাত্র বৃদ্ধ বা রোগের কারণেই আসে না বরং সুস্থ সবল হাস্যোজ্জল যুবকও হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে যায়। এই দুনিয়ার বৈশিষ্ট একটি রাস্তার ন্যায়, যা অতিক্রম করার পরই গন্তব্যে পৌঁছা যায়, আর এই গন্তব্য জান্নাত নাকি দোযখ! সেটা নির্ভর করবে এর কর্মের উপর যে, আমরা এই সফর কিভাবে অতিক্রম করলাম! আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগত হয়ে নাকি অবাধ্য হয়ে? আফসোস তার জন্য, যে দুনিয়ার রঙ তামাশা দেখার পরও এর প্রতারণায় লিপ্ত থাকে এবং মৃত্যুর প্রতি একেবারেই উদাসিন হয়ে যায়। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি দুনিয়াবী নিয়ামতের প্রতি আসক্ত হয়, সে নিজের আখিরাতের ব্যাপারে উদাসিনতার শিকার হয়ে যায়, উদাসিনতা বান্দাকে গুনাহে ভাসিয়ে দেয়, উদাসিনতা বান্দাকে নেকী থেকে দূরে করে দেয়, উদাসিনতা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়ায় অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, উত্তম ব্যবসা এবং চাকরী আল্লাহ পাকের নিয়ামত, আলিশান অট্টালিকা এবং এর সুযোগ সুবিধা নিয়ামত, উন্নত বাহনও মহান নিয়ামত, পিতামাতার জন্য সন্তানও নিয়ামত, কিন্তু মনে রাখবেন! যেকোন দুনিয়াবী নিয়ামতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি লিপ্ত হওয়া উদাসিনতা এবং ক্ষতির কারণ হতে পারে। ২৮তম পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে

www.dawateislami.net

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹﴾

(পারা ২৮, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৯)

উদাসিন না করে; এবং যে কেউ তেমন করে, তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় ঈমানদারদেরকে উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে যে, হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকদের ন্যায় যেনো তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসিন করে না দেয় এবং যে এরূপ করবে যে, দুনিয়ায় লিপ্ত হয়ে দ্বীনকে ভুলে যাবে, সম্পদের ভালবাসায় নিজের অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না এবং সন্তানের খুশির জন্য আখিরাতের প্রশান্তির প্রতি উদাসিন থাকবে তবে এরূপ লোকই ক্ষতির সম্মুখীন, কেননা সে একদিন ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়ার জন্য আখিরাতের স্থায়ী ঘরের নিয়ামতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। **(তাফসিরে খাযিন, আল মুনাফিকুন, ৯নং আয়াতের পাদটিকা। মাদারিক, আল মুনাফিকুন, ৯নং আয়াতের পাদটিকা)**

আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে মুসলমানদের আমলের অবস্থা খুবই খারাপ হতে চলেছে। সম্পদ অর্জনের জন্য লোক বিভিন্ন দেশে তো যায় কিন্তু কয়েক কদম দূরের মসজিদে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে, নিজের বাড়ি সজ্জিত (Decoration) করার জন্য তো পানির ন্যায় টাকা খরচ করে কিন্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়, এমনকি অনেকে ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করে না, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পন্থা তো অবলম্বন করা হয় কিন্তু নেকী বৃদ্ধির ব্যাপারে অলসতা প্রদর্শন করে। মনে রাখবেন! এখনো সময় আছে উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হয়ে দ্রুত তাওবা করে নিন, এমন যেনো না হয় যে, মৃত্যু হঠাৎ আলোতে ঝলমল করা কক্ষের নরম বিছানা থেকে উঠিয়ে কীট

পতঙ্গে ভরা অন্ধকার কবরে শুয়ায়ে দিলো আর চিৎকার করতে থাকবেন যে, হে মালিক! আমাকে আবারো দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে তোমার ইবাদত করবো, নিজের সমস্ত সম্পদ তোমার পথে বিলিয়ে দিবো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদের প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথে আদায় করবো ইত্যাদি। কিন্তু তখন এই চিৎকার চেঁচামেচিতে কোন উপকার হবে না। সুতরাং সতর্কতা এতেই যে, নিজের জীবনকে শরীয়ত অনুযায়ী অতিবাহিত করুন, প্রতিটি ছোট বড় গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকুন এবং অপরকেও বাঁচাতে থাকুন, নিজেও নেকী করুন এবং অপরকেও নেকীর উৎসাহ প্রদান করতে থাকুন, আখিরাতের প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকুন এবং নিজের এলাকায় এই মাদানী কাজের সাড়া জাগাতে থাকুন।

বুদ্ধিমান কে ....?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় বুদ্ধিমান সেই, যে মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, সৌভাগ্যবান সেই, যে আখিরাতের সফরের মুসাফির হওয়ার পূর্বেই সেখানে কাজে আসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি নিজের সাথে নিয়ে নেয়। মনে রাখবেন! দুনিয়াবী জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদের দুনিয়াবী জীবনের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে কবরের গর্তের নিকটবর্তী করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে মৃত্যুর

www.dawateislami.net

ফিরিশতার সাথে সাক্ষাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাতের প্রস্তুতির মানসিকতা প্রদান করছে, ✲ আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে আখিরাতের পথে নিয়ে যাওয়ার ওসিলা হচ্ছে। যখনই এই নিশ্বাসের মালা ছিঁড়ে যাবে, আমাদের আমলের এই ধারাবাহিকতাও বন্ধ হয়ে যাবে, অতঃপর আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না, এতটুকুও সময় দেয়া হবে না যে, একবার "سُبْحٰنَ اللّٰہِ" বলে নিজের নেকী বৃদ্ধি করার। তাই দুনিয়ায় পাওয়া এই জীবনকে গনিমত মনে করে নেকী করে নিন এবং আখিরাতকে উন্নতর বানানোর চেষ্টায় লেগে যান।

চাঁদ রাতের মাদানী কাফেলার উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের মাস এখন কিছুদিনের মেহমান হয়েগেলো এবং অতিশিগ্রই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিবে। অতঃপর اِنْ شَآءَ اللّٰہ খুশির ঈদ আগমন করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ প্রতিবছর ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জনকারী ইসলামী ভাই এবং অন্যান্য আশিকানে রাসূলের অধিকাংশই **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এই উদ্দেশ্যের স্পৃহা নিয়ে চাঁদরাত মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে থাকে, সুতরাং আপনারাও নিয়্যত করুন এবং চাঁদরাতে সফরকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার জন্য এখনই নিয়্যত করে নিন, নিজেদের যিম্মাদারদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং মাদানী কাফেলার জন্য নিজের নাম লিখিয়ে নিন বরং সম্ভব হয় তো হাতোহাত সফরের করচাদিও জমা করে দিন।

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক আমাদেরকে চাঁদরাতে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ফয়যানে মাদানী কাফেলা! জারী রেহে গা। اِنْ شَآءَ الله
ফয়যানে মাদানী কাফেলা! জারী রেহে গা। اِنْ شَآءَ الله

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে কদরের ফযীলত ও ঐ রাতে ইবাদতকারীর জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রতিদান অনেক বেশি রয়েছে, আল্লাহ পাক ঐ রাতে তাঁর বান্দাদের উপর খুব বেশি বেশি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গুনাহগারদের ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করে তাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু কিছু হতভাগা এমনও রয়েছে যারা এই মহামান্বিত রাতেও ক্ষমা ও মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত থাকে, যেমন

ফেরেশতারা পতাকা নিয়ে অবতরণ করে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন শবে কদর আগমন করে তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) সবুজ পতাকা নিয়ে ফেরেশতাদের অনেক বড় দল সহকারে যমিনে তাশরিফ আনেন আর ঐ পতাকাটি খানায়ে কা'বার উপর টাঙিয়ে দেন, হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) 'র একশত (১০০) ডানা রয়েছে, তার মধ্য হতে শুধুমাত্র দুইটি ডানা ঐরাতে মেলে থাকে, সেই ডানা পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে যায়, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন যেই মুসলমান আজ রাতে (ইবাদত), নামায অথবা আল্লাহ পাকের যিকিরে

www.dawateislami.net

মশগুল থাকবে, তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করো আর তাদের দোয়ার মধ্যে আমিন বলো। সুতরাং সকাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, সকাল হতেই হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) ফেরেশতাদের ফিরে যাওয়ার হুকুম দেন, ফেরেশতারা বলে: হে জিব্রাঈল! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উম্মতের মুমিনের প্রয়োজনের ব্যাপারে কি করেছেন? হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) বলেন: আল্লাহ পাক ঐসব লোকদের উপর তাঁর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি দিয়েছেন এবং চার (৪) শ্রেণির লোক ব্যতীত সমস্ত লোকদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই চার শ্রেণির লোক কারা? ইরশাদ করলেন: (১) মদ পানকারী (২) মাতা-পিতার অবাধ্য (৩) আত্মীয়দের সাথে (শরয়ী বিনা অপারগতায়) সম্পর্ক ছিন্নকারী (৪) আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো মদ পানকারী, মাতা পিতার অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং পরস্পরের মধ্যে অকারণে বিদ্বেষ পোষণকারী শবে কদরের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে। লক্ষ্য করুন! বর্ণনাকৃত অনিষ্টতার মধ্য হতে কোন অনিষ্ট আমাদের মধ্যে নেই তো? আমরা আমাদের মাতা পিতার মনে কষ্ট দিই না তো? অথবা কোন আত্মীয় যেমন ফুফি, ভাই, বোন, চাচা, খালো অন্যান্যদের সাথে শরয়ী কারণ ব্যতীত সম্পর্ক ছিন্ন নয় তো? আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি ঘৃণা লুকিয়ে নেই তো? مَعَاذَ الله যদি কেউ এসব গুনাহে নিমজ্জিত থাকে তো তার উচিত সে যেন এসব গুনাহ থেকে সত্যিকার

www.dawateislami.net

তাওবা করে এবং যাদের হক নষ্ট করেছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার নিয়্যতও করুন, তা না হয় মনে রাখুন! এসব গুনাহের পরিণতি খুবই ভয়ানক হবে।

মনে রাখবেন! "মদ পান করা" দ্বীন ও ঈমান, জান ও মাল এবং স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, মদ সকল মন্দের মূল কেননা মদের নেশায় মানুষ কুদৃষ্টি, খারাপ কাজ ও বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে বরবাদ করে দেয়।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّار হে আল্লাহ আমাকে (দোযখের) আগুণ থেকে মুক্তি দান করুন! یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ یَامُجِیْرُ হে মুক্তিদানকারী, হে মুক্তিদানকারী, হে মুক্তিদানকারী, بِرَحْمَتِکَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ তোমার রহমতের খাতিরে আমাদের উপর দয়া করো, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

যুগের ইমাম, সাধারণ পোশাকে!

বর্ণিত আছে: হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মক্কা শরীফে গিয়েছিলেন। তিনি বাহ্যিক শান শওকতের প্রতি উদাসিন ছিলেন, তিনি খুবই সাধারণ এবং নগন্য পোশাক পরিধান করেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান তুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: আপনার নিকট এটা ছাড়া কি অন্য কোন পোশাক নেই। আপনি যুগের ইমাম এবং জাতির পথপ্রদর্শক, হাজারো লোক আপনার মুরিদ। হযরত ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: এরূপ ব্যক্তির পোশাক কেন দেখছেন, যে দুনিয়ায় একজন মুসাফিরের ন্যায় থাকে এবং যে এই বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের রঙ তামাশাকে

www.dawateislami.net

অস্থায়ী এবং সাময়িক মনে করে। যেখানে বিশ্ব ভ্রম্মান্ডের আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুনিয়ায় মুসাফিরের ন্যায় ছিলেন এবং কোন সম্পদ জমা করেননি তো সেখানে আমি আর কি। **(ইহইয়ায়ে উলুম, ১/১৯)**

তো হে আশিকানে রাসূল! এসকল গুণাবলী আপনারা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের মাঝে ঝলমল করতে দেখবেন, সুতরাং আপনিও দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد